২.৬ অনুবিভাগ-৬: সমন্বয় ও নরডিক

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ বৈদেশিক অর্থ আহরণ তথা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা থেকে অনুদান, ঋণ মঞ্জুরি, খাদ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য ও কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ অনুবিভাগের অধীন সমন্বয় অধিশাখার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা তাদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করে। প্রস্তাবিত পিডিপিপির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির পর সমন্বয় অধিশাখা তা বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ইআরডির সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/অধিশাখায় প্রেরণপূর্বক প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা বৈদেশিক অর্থ সহায়তা দিতে সম্মত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে তা জানিয়ে দেয়া হয় । বৈদেশিক অর্থায়ন/ অনুদান সংগ্রহের লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৩৪ টি পিডিপিপি পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৯৬ টি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৮ টি অননুমোদিত পিডিপিপির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদন গ্রহণ করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বৈদেশিক সহায়তা অনুনন্ধান কমিটির ৯ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হতে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত এবং ২৪ মার্চ ১৯০৮২ হতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশ সমূহে আবশ্যকতা ও প্রাসংঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত দুটি অর্ডিন্যান্স এর মধ্যে দি ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অর্ডিনেন্স, ১৯৭৬ রহিতক্রমে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫ নামে ইতোমধ্যে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। অপরটি "আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৬" আইনটি 'আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪' নতুন আকারে বাংলা ভাষায় প্রয়ণয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ নতুন আকারে বাংলায় প্রণয়ন করা হলে পরবর্তীতে "আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৬" আইন আকারে বাংলাভাষায় প্রণয়ন করা হবে।

প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও হালনাগাদ করার কার্যক্রম এ শাখা হতে গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সকল গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহে সমন্বয় অধিশাখা হতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত সভা, একনেক সভা, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা, মন্ত্রিপরিষদ সভা, সচিব কমিটির সভা, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভার তথ্যাদি এ অনুবিভাগ হতে প্রদান ও সমন্বয় করা হয়। এ ছাড়া ইআরডির মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি, নীতিমালা প্রণয়ন এবং সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এ অনুবিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। সমন্বয় অনুবিভাগ এ বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক সহায়তায় পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন সংকলন করে মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করে থাকে।

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ও সরকারি অর্থায়নে এ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ কো-অর্ডিনেশন ও মনিটরিং কার্যাদি এ বিভাগের আওতাধীন। সমন্বয় অনুবিভাগ হতে বর্ণিত প্রশাসনিক কার্যাবলীর পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP), আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং নরডিক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম নির্বাহ হয়।

২.৬.২ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমঃ

গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) ১৯৭৪ সাল হতে বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থার সহায়তায় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় যার চুক্তি স্বাক্ষর এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

গত ০৫ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে 'WFP' সাথে স্বাক্ষরিত Country Programme Action Plan (২০১২-২০১৬)-এর আওতায় মোট ৩৩৫,২৫৯,৫৭৩ মার্কিন ডলারের বাজেটে ০৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে। কর্মসূচিসমূহ হচ্ছেঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন Improving Maternal and Child Nutrition; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন School Feeding কর্মসূচি; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন Enhansing Resilience এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়নাধীন Safety Nets কর্মসূচি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উল্লিখিত ৪টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৭,৩৩,৭৫০ জন উপকারভোগীর জন্য WFP কর্তৃক মোট ১৫৯.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে রেজিষ্টার্ড ৩৪,০০০ জন শরণার্থীকে WFP এর অর্থায়নে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO) চলমান আছে। ১ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন এই কর্মসূচিতে খাদ্য সহায়তা প্রদান বাবদ WFP কর্তৃক বরাদ্দকৃত মোট ৮,৯২৩,২৭৫ মার্কিন ডলার এর মধ্যে ৪.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৬.৩ ইফাদঃ

কৃষি উন্নয়নে সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) প্রতিষ্ঠিত হয় । ইফাদ অত্যন্ত সহজ শর্তে কৃষি উন্নয়নে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঋণ ও অনুদান সহায়তা প্রদান করে থাকে । ৪০ বৎসর মেয়াদী ১০ বৎসর গ্রেস পিরিয়ড সহ ০.৭৫% সার্ভিস চার্জে ইফাদ অত্যন্ত নমনীয় ঋণ প্রদান করে থাকে । এছাড়া বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কো- ফাইন্সার হিসেবেও ইফাদ ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে । দারিদ্র হ্রাস, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি. দারিদ্র পীড়িত উপকূলবর্তী এলাকা, হাওড়-চর এলাকায় জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, কৃষি উদ্যোক্তাদের সহায়তাসহ ভেলু চেইন উন্নয়ন, টেকসই ও ফলপ্রসু কৃষি সম্প্রসারণ গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়ন, প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কৃষিজ উৎপাদন বহুমূখীকরণ, গ্রামীণ এলাকায় চলাচল বৃদ্ধি, টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে ইফাদ সহায়তা প্রদান করে থাকে ।

ইফাদ বর্তমানে বাংলাদেশে 'কান্ট্রি ষ্ট্রাটেজিক অপরচুনিটি প্রোগ্রাম' (COSOP) ২০১২-১৮-এর আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে । ১ম চক্রে ২০১৩-১৫ অর্থবছরে এবং ২য় চক্রে ২০১৬-১৮ অর্থ বছরে ইফাদ মোট ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইফাদ Coastal Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP) ১৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে । ইতোমধ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে । অচিরেই ঋণচুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে । ২০১৬-১৮ মেয়াদে ইফাদ হতে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত সহায়তার জন্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

২.৬.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)

সরকারের রুপকল্প (Vision) বাস্তবায়নের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কার্যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System-GPMS) চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় বিগত দুটি অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement - APA) সম্পাদন করা হচ্ছে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এ বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করনীয় বিষয় সমূহ (Activities) এর কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets) উল্লেখ রয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২০১৫-১৬ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নির্দিষ্ট সময়ে সফল ভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

২.৬.৪.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৫-১৬ এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- বৈদেশিক সম্পদ আহরণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা।
- বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ধারণ ক্ষমতার মধ্যে সীমিতরাখা।
- উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণ।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সহায়তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি।
- বৈদেশিক সহায়তা আহরণ ও ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৬.৪.২ ২০১৫-১৬ সময়ে প্রধান লক্ষ্যসমূহ এবং অর্জন :

- বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য ৮৫ টি চুক্তি সম্পদান করার লক্ষ্য অর্জন; এ ক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য ৯৭ টি চুক্তি অনুমোদিত হয়েছে।
- ৬,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি অর্জন; এখানে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী (৬,৯৯৮ মিঃ মাঃ ডঃ) বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ অর্জন স্বাধীনতার পর সবোর্চ্চ।
- ৪,৩৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সহায়তার ছাড়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; ৩,৪৫০ মিঃ মাঃ ডঃ বৈদেশিক সহায়তার ছাড়করণ সম্ভব হয়েছে।
- বাস্তবায়নে ধীর গতির প্রকল্পসমূহ ২৮/২/২০১৫ এর মধ্যে চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমধানে উন্নয়ন সহযোগী, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে ৩১ টি সভা করার লক্ষ্য অর্জন; এ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।
- বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় ১২১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।
- এছাড়া বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের বাজেট অপেক্ষা ৩০.৫৬ মিঃ মাঃ ডলার অর্থ কম ব্যয়; এটিও অর্জিত হয়েছে।

এছাড়া সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য একই ধরণের আবশ্যিক কৌশলগত ৬টি উদ্দেশ্যসমূহ রয়েছে; ১.দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; ২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন করা; ৩.দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন ; ৪. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন; ৫.তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা ;এবং ৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। এ উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়ে থাকে।

২.৬.৪.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা:

চ্যালেঞ্জসমূহ হলো- বৈদেশিক সহায়তার পাইপলাইনে সঞ্চিত অর্থের তুলনায় কাঙ্খিত ডিসবার্সমেন্ট না হওয়া। বাস্তবায়নকারী মংত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা যথাঃ, ভূমি অধিগ্রহণ, পণ্য ও সেবা ক্রয়, জনবল নিয়োগ ও প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি অনুমোদনে বিলম্ব প্রধান সমস্যা। উন্নয়ন সহযোগীদের অগ্রাধিকার ও বিধি-বিধানের পরিবর্তে উন্নয়ন কৌশল অনুযায়ী অগ্রাধিকার খাতে দেশের আর্থিক ও ট্রেজারী বিধি-বিধান ও পদ্ধতির সাথে সংগতিপূর্ণ বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ অন্যতম চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া, প্রলম্বিত বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণের প্রবাহের পরিমাণ ও উৎসের সংকোচন এবং বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহারে সক্ষমতার ঘাটতি বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচনাযোগ্য। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থার Performance এর সাথে ইআরডি সম্পৃক্ত বিধায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা দেয় ; যেমন- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাস্তবায়ন সক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি হলে ইআরডি'র অর্জনও হ্রাস-বৃদ্ধি পায়; উন্নয়ন সহযোগীদের অগ্রাধিকার ও বিধি-বিধানের পরিবর্তে নিজেদের অগ্রাধিকার এবং আর্থিক বিধি-বিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা , নিজস্বসক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা অগ্রাধিকার প্রদান করে উন্নয়ন সহযোগীর সাথে নিগোসিয়েশন করতে হবে, ধীরগতির প্রকল্পের সমস্যা চিন্হিতকরণ ও সমাধানের নিয়মিত সভা আয়োজন করে পরীবিক্ষণ ত্বরান্বিত করা। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণ ও উৎসের সংকোচন এবং তার কার্যকর ব্যবহারে সক্ষমতার ঘাটতি এবং ভেটিং এর ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপন।

২.৬.৪.৪ ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদ্যুৎ ,জ্বালানী ,সড়ক ও সেতু ,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিরেল ,পথ ,বন্দরসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে অধিক হারে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ করা। MDG লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দারিদ্র হ্রাস, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং SDGs -এর জন্য পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা সেক্টরে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের নতুন উৎস হিসাবে সম্প্রতি গঠিত Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে যোগদান ও South-South Cooperation বৃদ্ধি করা। GCF হতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে বাংলাদেশের ন্যায্য সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২.৬.৫ শুদ্ধাচার

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়' নামক দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সরলতা ও সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় কৌশল-দলিল; যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালন, সফলতার সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সমন্বিত সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ অংশ হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

২.৬.৫. ১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ও ইআরডি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইআরডি ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রস্তুত, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ, নৈতিকতা কমিটি গঠন ও কমিটির সভা অয়োজন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়সহ নিয়মিতভাবে শুদ্ধাচার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন আগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ বছর প্রথমবারের মত ইআরডিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। সততা, কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা, সময়মত অফিসে উপস্থিতি ইত্যাদির ভিত্তিতে মূল্যায়নকরে ২০১৫-১৬ সময়ের জন্য দুইজন কর্মকর্তা ও দুইজন কর্মচারীকে পুরস্কৃত করা হয়। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে এক সভা/কর্মশালার মাধ্যমে এ ধরণের পুরস্কার প্রদান ব্যবস্থা আগামীতে চালু রাখার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২.৬.৫.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (APA) ও শুদ্ধাচার কৌশল:

বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তিতে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। জনগণের জন্য তথ্য অধিকার ও সেবা পাওয়া নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী সংস্থার জবাবদিহিতা ও সততা প্রভৃতি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সর্ম্পকযুক্ত। এতে জনগণ প্রাপ্য সেবা সর্ম্পকে জানতে পারে, প্রতিষ্ঠান (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর) নির্দিষ্ট সময়ে সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকে, পারস্পারিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার উৎকর্ষ সাধন হয়, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (self-assessment and competitiveness) বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিপালন করা সহজ হয়।।

২.৬.৬ নরডিক

নরডিক দেশগুলো হতে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা বিষয়ক কার্যাবলী নরডিক অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নরডিক দেশগুলোর মধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড বাংলাদেশের প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। এসকল দেশের সমন্বয়ে গঠিত নরডিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ডও (এনডিএফ) অর্থায়নকারী হিসেবে বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। নরডিক অধিশাখার অধীনে বর্তমানে মোট ১৬ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত সংস্থাদেশ/সমূহের মধ্যে ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশের কৃষি, পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ,জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি খাতে ঋণ/অনুদান সহায়তা প্রদান করে থাকে। সুইডেন সরকার মৌলিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মানবধিকার ও গণতান্ত্রিক সুশাসন এবং নগর ভিত্তিক পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে সহায়তা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া এনডিএফ বিদ্যুৎ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন খাতে সহায়তা প্রদান করতে আগ্রহী। নরওয়ে সরকার বিনিয়োগ ও বাণিজ্য, বিদ্যুৎ ও শক্তি, পরিবেশ, মানবাধিকার ও সুশাসন, শিক্ষা, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে অতীতে সহায়তা প্রদান করেছে।

২.১.৬.৬ নরডিক সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষরিত চুক্তির তালিকাঃ

অর্থ-বছর ২০১৫১-৬

- গত ২৩/০২/২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং সুইডেন সরকারের মধ্যে "Agreement between Sweden and Bangladesh on Development Co-operation" -শীর্ষক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। সুইডেন সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক সহায়তার লক্ষে নতুন ভাবে গৃহিত Result Strategy (2014-2020) এর ভিত্তিতে ০৬ বছর মেয়াদে বর্তমান চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তির অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। সুইডেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে সুইডেন কোন সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের চুক্তি ব্যতিত অন্য কোন চুক্তিতে অর্থের পরিমান উল্লেখ করবে না। তবে "The Contribution of resources aims to be line with Sweden's Results Strategy 2014 for Bangladesh" ডকুমেন্টটি আলোচ্য চুক্তিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুইডেন সরকার SEK ১.৬ বিলিয়ন সমপরিমান বাংলাদেশী ১৪০৮ কোটি টাকা প্রদান করবে। সুইডেন বাংলাদেশের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতা বহির্ভূতভাবে ও বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ সরকার এবং সুইডেন সরকারের মধ্যে "Agreement between Sweden and Bangladesh on Development Co-operation" -শীর্ষক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

- গত ০৯ জুন ২০১৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে **"**Framework Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of People's Republic of Bangladesh regarding Bangladesh Country Programme (2016-2021)**"**-শীর্ষক একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্ণিত চুক্তিতে মোট আর্থিক সংশ্লেষ DKK ৬১৫.০০ মিলিয়ন অর্থাৎ BDT ৭২২.২৯ কোটি। তন্মধ্যে ডেনমার্ক সরকারের অনুদান সহায়তার পরিমাণ DKK ৩৩৫.০০মিলিয়ন। অবশিষ্ট DKK ২৮০.০০ মিলিয়ন বাংলাদেশ সরকার প্রদান করবে। Bangladesh Country Programme বাস্তবায়নে ডেনমার্ক সরকারের অনুদানের ৫০% অর্থ সরকারি খাতসমূহে ব্যয় করা হবে।

বাংলাদেশ এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে **"**Framework Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of People's Republic of Bangladesh regarding Bangladesh Country Programme (2016-2021)**"** স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।